খুতবা জুম'আ

আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের মহান মর্যদাসম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উসমান (রাঃ)এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ৯ এপ্রির্ল ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উসমান (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছে। হযরত উসমান (রা.)এর পদমর্যাদা কী ছিল আর মহানবী (সা.)এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর (তিরোধাণের) পর সাহাবীরা তাকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। নাফে' হযরত ইবনে উমর (রা.)এর বরাতে বর্ণনা করেন মহানবী (সা.)এর যুগে আমরা আমাদের কতককে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করতাম আর মনে করতাম, হযরত আবুবকর সর্বশ্রেষ্ঠ, এরপর যথাক্রমে হযরত উমর বিন খাত্তাব এবং হযরত উসমান বিন আফ্ফান রাযিআল্লাহু আনহুম।

মুহাম্মদ বিন হানফিয়াহ্ বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)এর কাছে জিজ্ঞেস করি, মহানবী (সা.)এর পর লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? উত্তরে তিনি বলেন, আবুবকর (রা.)। আমি জিজ্ঞেস করি, তার পরে কে? তিনি বলেন, তার পরে হযরত উমর (রা.)। এ পর্যায়ে আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, এরপর কে? তিনি উত্তরে বলেন, হযরত উসমান (রা.)। এরপর আমি বলি, হে আমার পিতা! এরপর কি আপনি? তিনি উত্তরে বলেন, আমি তো মুসলমানদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষ মাত্র।

হযরত উসমান (রা.)এর সঙ্গে মহানবী (সা.)এর যে সম্পর্ক ছিল, তাঁর দৃষ্টিতে উসমান (রা.)এর যে মর্যাদা ছিল তা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হযরত উসমান (রা.)এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী জনৈক ব্যক্তির জানাযা মহানবী (সা.) পড়েন নি। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির মরদেহ জানাযা পড়ানোর জন্য মহানবী (সা.)এর সমীপে আনা হয়। কিন্তু তিনি (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান নি। কেউ নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল! ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখি নি যে আপনি কারো জানাযা পড়াতে অস্বীকার করেছেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, এই ব্যক্তি উসমানের প্রতি বিদ্বেষ রাখতো তাই আল্লাহ্তা'লাও তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন।

এরপর হযরত উসমান (রা.)এর ইনসাফ বা ন্যায়বিচার সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, যাতে তার ভাইয়ের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে তিনি শাস্তি দেন। হযরত উসমান হযরত আলী (রা.)কে ডেকে এনে বলেন, তাকে (অর্থাৎ ওয়ালীদকে) চাবুকাঘাত করুন, এ নির্দেশে হযরত আলী (রা.) তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করেন। হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ শাহ সাহেব বোখারীর এই রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় বলেন,

ওলীদ বিন উকবার বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে এটি মদ পান করার অভিযোগে ছিল। সাক্ষ্য -প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়ার পর যে, তা অজ্ঞতার যুগের মদই ছিল, কিশমিশ বা খেজুরের শরবত ছিল না। হযরত উসমান স্বজনপ্রীতি করেন নি বরং নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দিয়েছেন অর্থাৎ চল্লিশটির স্থলে আশিটি বেত্রাঘাত করিয়েছেন আর এই সংখ্যা হযরত উমর (রা.)এর কর্মপন্থা থেকেও প্রমাণিত হয়।

জুমুআর দিন দ্বিতীয় আযানের সংযোজন হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফতকালে হয়েছে। মহনবী (সা.), হযরত আবুবকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)এর যুগে জুমুআার দিনের প্রথম আযান ইমাম মিম্বরে সমাসীন হওয়ার পর হতো। হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফতকালে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে যুহরা নামক স্থানে দ্বিতীয় আযানের প্রচলন করেন। আবু উবাইদ বর্ণনা করেন, তিনি একবার হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)এর খিলাফতকালে তাঁর পেছনে এক ঈদের নামায আদায় করেন, সেটি জুমুআর দিন ছিল। তিনি (রা.) খুতবা প্রদানের পূর্বে নামায পড়ান, এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করেন। তিনি (রা.) বলেন, এটি সেই দিন যাতে তোমাদের জন্য দু'টি ঈদ একত্রিত হয়েছে। সুতরাং মদীনা চতুর্পার্শ্বে বসবাসকারীদের যারা জুমুআার নামাযের জন্যে অপেক্ষা করতে চায়, তারা এখানে অপেক্ষা করতে পারে। আর যারা ফেরত যেতে চায়, আমার পক্ষ থেকে তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি আছে।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্য সাহাবীদের তুলনায় হযরত উসমান (রা.) বর্ণিত মারফু হাদীসের সংখ্যা অনেক কম। তাঁর বর্ণিত রেওয়ায়েত কম হওয়ার কারণ হলো, তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) হাদীস রেওয়ায়েত করার ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার প্রতি এমন কোন বিষয় আরোপ করবে যা আমি বলি নি, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিবে। এজন্য হযরত উসমান (রা.) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন।হযরত উসমান (রা.)-এর বিয়েশাদি এবং সন্তানসন্ততি সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত রয়েছে সে অনুসারে

তিনি (রা.) ৮টি বিয়ে করেছিলেন। সবগুলো বিয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণের পর করেছেন। তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী এবং সন্তানসন্ততির নাম নিম্নরূপ ঃ রসূল (সা.)তনয়া হযরত রুকাইয়া, যার গর্ভে তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উসমান জন্মগ্রহণ করেন। রসূল (সা.)তনয়া হযরত উম্মে কুলসুম। হযরত রুকাইয়া-র মৃত্যুর পর হযরত উসমান (রা.)তাকে বিয়ে করেন। হযরত ফাখতা বিনতে গাযওয়ান, যিনি হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)এর বোন ছিলেন। তাঁর গর্ভে পুত্রসন্তানের জন্ম হয় তার নামও আব্দুল্লাহ্ ছিল আর তাকে আব্দুল্লাহ্ আল আসগার নামে ডাকা হতো। হযরত উম্মে আমর বিনতে জুন্দুব আসদিয়া, যার গর্ভে আমর, খালেদ, আবান, উমর এবং মরিয়মের জন্ম হয়। হযরত ফাতেমা বিনতে ওয়ালিদ মাখযুমিয়া, যার গর্ভে ওয়ালিদ, সাঈদ এবং উম্মে সাঈদের জন্ম হয়। হযরত উম্মুল বানীন বিনতে ওয়ায়না বিন হিসন্ হাযারিয়া, যার গর্ভে তার পুত্র আব্দুল মুলক-এর জন্ম হয়। হযরত রামলা বিনতে শায়বা বিন রাবিয়া, যার গর্ভে আয়েশা, উম্মে আবান এবং উম্মে আমরের জন্ম হয়। হযরত নায়েলা বিনতে ফারাফেসা বিন আহফাস, যিনি পূর্বে খ্রিষ্টান ছিলেন, কিন্তু রুখসাতানা বা স্বামীগৃহে আসার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং উত্তম মুসলমান প্রমাণিত হন। তার গর্ভে তার কন্যা মরিয়ম জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, আম্বাসা নামে একটি পুত্রসন্তানও (তার গর্ভে) জন্মগ্রহণ করেছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসমানের শাহাদাতের সময় তাঁর সাথে ৪ জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন– হযরত রামলা, হযরত নায়েলা, হযরত উম্মুল বানীন এবং হযরত ফাখ্তা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)বলেন, আমি যা জানি তা হলো, কোন ব্যক্তি মু'মিন এবং মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ তার মাঝে আবুবকর, উমর, উসমান এবং আলী রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন-এর মতো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হবে। তারা নশ্বরজগতকে ভালোবাসতেন না, বরং নিজেদের জীবন তারা খোদার পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, এ বিশ্বাস থাকা আবশ্যক যে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং হযরত যুন্নুরাইন, অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) আর হযরত আলী মুর্ত জা (রা.), সকলেই সত্যিকার অর্থে ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন। হযরত আবুবকর (রা.), যিনি ইসলামের দ্বিতীয় আদম ছিলেন আর একইভাবে হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) যদি ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে বিশ্বস্ত ব্যক্তি না হতেন তাহলে আজ আমাদের জন্য কুরআন শরীফের কোন একটি আয়াতকেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা দুষ্কর ছিল।

পুনরায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা শায়খাইন, অর্থাৎ হযরত আবুবকর এবং হযরত উমরকে আর তৃতীয়জন, যিনি যুন্নুরাইন, তাদের প্রত্যেককে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর সেনাবাহিনীর অগ্রসেনানী করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এরই সাথে হযরত উসমান (রা.)এর স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে হযরত উমরের স্মৃতিচারণ আরম্ভ হবে। এরপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আজ আমি আল-ইসলাম কুরআন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নতুন ওয়েবসাইট এর প্রথম সংস্করণ প্রস্তুত করেছে, **Holyquran.io**। এই ওয়েবসাইটটি আল-ইসলাম থেকে আলাদাভাবে দেখা যাবে। যে কোন সূরা, আয়াত, শব্দ বা বিষয়কে আরবী, ইংরেজী অথবা উর্দূ ভাষায় এক নতুন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা সম্ভব হবে। আর অনুসন্ধানের ফলাফল আহমদী ও অ-আহমদী অনুবাদের সাথেও দেখা সম্ভব। প্রতিটি আয়াতের সাথে তার তফসীর, সংশ্লিষ্ট বিষয় ও আয়াত দেখা সম্ভব। এটিকে আরো সমৃদ্ধ করার কাজ চলছে, আর এর পরবর্তী অংশ ইনশাআল্লাহ্ ২০২১ সালের জলসা সালানা যুক্তরাজ্য পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে যাবে। এছাড়া আল -ইসলাম ওয়েবসাইটে কুরআন পড়া, শুনা এবং অনুসন্ধানের ওয়েবসাইট **readquran.app** এরও নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে ইংরেজী তফসীরের পাশাপাশি তফসীরে সগীরের নোট, ইংরেজী শাব্দিক অনুবাদ, বিষয়সূচী এবং আরো অনেক উপকারীর বিষয়াদির যোগ করা হয়েছে যা দৈনন্দিন কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে উপকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি এই প্রজেক্ট পবিত্র কুরআনের সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীময় প্রচারের কারণ হোক, আর জামা'তের সদস্যরাও এগুলো থেকে পুরোপুরি কল্যাণ লাভকারী হোক।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, একইসাথে আমি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়ার অনুরোধ করছি। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করুন, তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার আহমদীদেরও আল্লাহ্‌তা'লা দৃঢ়তা দান করুন এবং সেখানকার অবস্থায় পরিবর্তন সৃষ্টি করুন।

এরপরে হুযুর কতিপয় প্রয়াত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করেন এবং তাদের গায়েবানা জানাযাও পড়ান। জামাতের ওয়াকফে জীন্দেগী, জম্মু কাশ্মির প্রদেশের রাজৌরি জেলার কালাবনে কর্মরত মৌলভী গোলাম কাদের সাহেবের যিনি মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ ছিলেন। তিনি গত ২৬ মার্চ , ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, মোকাররম মুহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী সাহেব । তিনি গত ১৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, পরবর্তী জানাযা যুক্তরাষ্ট্রের আব্দুর রহমান সলিম সাহেবের সহধর্মিণী হামীদা আখতার সাহেবার, যিনি গত ১৯ জানুয়ারি ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; মুকাররম নাসের পিটার লুতসিন সাহেব, যিন একজন জার্মান আহমদী। তিনি গত ২০ জানুয়ারি তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন। পরবর্তী জানাযা কানাডা নিবাসী মুকাররামা রাযিয়া তানভীর

সাহেবার যিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মুরব্বী সিলসিলাহ, মিয়াঁ মঞ্জুর আহমদ গালেব সাহেবের মোহতরমা বুশরা হামীদ আনোয়ার আদনী সাহেবার যিনি ইয়েমেনের হামীদ আনোয়ার আদান সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন। মোহতরমা নূরুস্ সুবাহ যাফর সাহেবা-যিনি কেনিয়ার এলডোরেড এ কর্মরত মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মুহাম্মদ আফযাল যাফর সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সুলতান আলী রেহান সাহেবের যিনি যুক্তরাজ্যস্থ কেন্দ্রীয় আরবী ডেস্কে কর্মরত মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মুহাম্মদ আহমদ নঈম সাহেবের পিতা ছিলেন। পরবর্তী জানাযা জর্ডানের খালেদ সা'দুল্লাহ্ সাহেবের যিনি সম্প্রতি ৬০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন পরবর্তী জানাযা দারুল ফযল রাবওয়ার মোকাররম মুহাম্মদ মুনীর সাহেবের যিনি গত পহেলা এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) নামাযে জুম্মার পরে মরহুমীনগণের গায়োবান নামায জানাযা পড়ানোর ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
09 April 2021

Makeup & Distribute **FROM**
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org